চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় যুব দিবস পালন

“দক্ষ যুব সমৃদ্ধ দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গায় পালিত হলো জাতীয় যুব দিবস।জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা, যুব ঋণের চেক প্রদান ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সাড়ে বারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা সদরের জাফরপুর যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের হল রুমে জাতীয় যুব দিবসে পালন করা হয়। চুয়াডাঙ্গায় জেলা প্রশাসন ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক আলোচনাসভা, যুব ঋণের চেক প্রদান ও সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ পরিচালক মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন গাজী সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত চুয়াডাঙ্গা সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলাম।এ সময় তিনি বলেন, বিশ্বের সব দেশের সরকারের মধ্যে তাদের দেশের যুবকদের প্রতি মনোযোগ দেওয়া এবং তাদের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য সচেতনতা তৈরি করা এই দিবসের লক্ষ্য।

বিশ্বের সব দেশকে সচেতন করা যে, যুবকদের প্রতি মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজন আছে। তাদের শিক্ষা থেকে স্বনির্ভর হওয়ার পথে তাদের সাহায্য করা সরকারের কর্তব্য। এই উপলব্দি করতে প্রতিবছর যুব দিবস পালিত হয়।বাংলাদেশের জন্য দিবসটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠিই তরুণ ও যুবক। তারাই উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রকৃত কারিগর।

উক্ত অনুষ্ঠানে জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে ২৪জন প্রশিক্ষণার্থীকে যুব চেক প্রদান, ২০জন প্রশিক্ষণার্থীর মাঝে সনদপত্র ও গাছের চারা বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানটিতে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোঃ নজরুল ইসলাম সরকার, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সার্বিক সাজিয়া আফরিন, চুয়াডাঙ্গা, সদর উপজেলা নির্বাহি অফিসার শামিম ভূঁইয়া, চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ মহসীন আলী পিপিএম-বার, সদর ট্রাফিক বিভাগের টি আই ফখরুল আলমসহ যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষক ও

প্রশিক্ষণার্থী বৃন্দ।

জেহালা ইউপি নির্বাচনে আ.লীগ মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী হান্নানের মনোনয়নপত্র জমা

আলমডাঙ্গার জেহালা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় নৌকা প্রতিকের মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী হাসানুজ্জামান হান্নান মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন। রোববার দুপুরে উপজেলা নির্বাচন অফিসে তার মনোনয়নপত্র জমাদান করেন।

এরপূর্বে দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে নৌকা প্রতিকের প্রার্থী হাসান উজ্জামান হান্নান নির্বাচন অফিসে উপস্থিত হয়। পরে তিনি ভাংরাড়িয়া, কুমারী ও জেহালা ইউনিয়নের রিটানিং অফিসার ও উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা এমএজি মোস্তফা ফেরদৌসের নিকট মনোনয়নপত্র জমা দেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রবীন আওয়ামী লীগ নেতা নজরুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার সোনা মিয়া, জেহালা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক আব্দুল হান্নান মাস্টার, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি হেলাল উদ্দিন, ফজলুল হক, ইসলাম উদ্দিন, আনছার আলী মাষ্টার, আওয়ামী লীগ নেতা লিটন চৌধুরী, আঃ আজিজ, মতিয়ার রহমান, জাহান আলী, লাবলু চৌধুরী প্রমুখ।

জীবননগরে নদীতে বাঁধ নির্মাণ

করে মাছ চাষ-জনসাধারণের প্রবেশ নিষেধ

জীবননগর উপজেলার করতোয়া নদীতে বাঁধ দিয়ে মাছ চাষ শুরু করেছেন বাকা ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান রবিউল ইসলাম ও তার অনুসারীরা। করতোয়া নদীটি দীর্ঘদিন অবহেলায় বিলিন হয়ে যাওয়ার মত পড়ে ছিল কিন্তু বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগে মরা করতোয়া নদী আবারও পুনঃখনন করে সাধারন মানুষের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার ঘোষনা দেন । এদিকে করতোয়া নদী খনন কাজ শেষ হতে না হতেই করতোয়া নদীর দিকে নজর পড়েছে দখলদারদের।

এই নদীতে এলাকার মানুষ গোসল করা, মাছ ধরা থেকে শুরু করে নানা কাজে ব্যবহার করেন। সেই নদীতে হঠাৎ করে বাকা ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান রবিউল ইসলাম ও স্থানীয় ক্ষমতাশীন দলের বেশ কিছু প্রভাবশালী বাঁধ দিয়ে মাছ চাষ শুরু করেছেন। জীবননগর উপজেলার বাকা ইউনিয়নের পাথিলা গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে করতোয়া নদী।

স্থানীয়রা বলছেন, বছরের পর বছর এই নদীর সরকারি জায়গার কিছু অংশ জনসাধারণের জন্য উন্মক্ত ছিল। আর কিছু অংশ রবিউল মেম্বার ও তার অনুসারীরা ইজারা নেওয়ার দাবি করে বাধ দিয়ে মাছ চাষ করে আসছে। সরকারি ভাবে নতুন করে খনন করা করতোয়া নদী আবারও বাঁধ দিয়ে মাছ চাষ করছে। এ মাছ চাষ করার কারণে কাউকে সেখানে নামতে দেওয়া হচ্ছে না। পাথিলা গ্রামের একাধিক ব্যক্তি জানান, তাদের গ্রামের পাশ দিয়ে করতোয়া নদী বয়ে গেছে। নদীটি ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করে আবার ভারতে চলে গেছে।

গঙ্গাদাশপুর গ্রামের আমিনুর রহমানের বাড়ির নিচ থেকে পাথিলা গ্রামের ব্রীজ পর্যন্ত বাঁধ দেওয়া হয়েছে। বাঁধটি দিয়েছেন বাকা ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান পাথিলা গ্রামের রবিউল ইসলামসহ তার অনুসারীরা। গত এক মাস হলো তারা হঠাৎ করে ওই করতোয়া নদীতে বাঁধ দেন। আনুমানিক ১২ একর জলাকার এই বাঁধ দিয়ে আটকে ফেলে জলাশয়ে তারা মাছ ছেড়েছেন। পাথিলা গ্রামের মানুষ এই নদী নানা প্রয়োজনে ব্যবহার করেন। তাই দখলকারীকে বাঁধ না দেওয়ার জন্য তারা অনুরোধ করেছেন।

গ্রামবাসী অভিযোগ করে বলেন, রবিউল ইসলাম স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান যে কারণে রবিউল ইসলাম কারও কোনো কিছুই মানতে চান না। বিষয়টি নিয়ে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন স্থানীয় জনগনসহ সুধী মহল।

এ বিষয়ে দখলকারি বাকা ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান রবিউল ইসলামের সঙ্গে কথা বললে তিনি জানান, এই নদীটা ইউএনওর নিকট থেকে বদ্ধ জলাশয় হিসাবে ১৯৯০ সালে গনস্বাস্থ এনজিওর মাধ্যমে বরাদ্ধ নেওয়া হয় । পরবতীতে আমরা যুব সমবায়ের মাধ্যমে এ মাছ চাষ করে থাকি। এটা আমরা ইজারার মাধ্যমে মাছ চাষ করে থাকি প্রতি বছর আমরা খাজনা দিয়ে আসছি এ বছরও খাজনা দেওয়া হয়েছে।

বাকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের জানান, তিনি ঘটনাটি জানেন না এবং এ ধরনের কোন নদী ইজারা দেওয়া হয়েছে কি না সেটাও তিনি জানেন না । তবে রবিউল ইসলাম মেম্বার তিনি দীঘ দিন যাবৎ এ নদীতে মাছ চাষ করছেন বলে জানান।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ আরিফল ইসলাম জানান, বিষয়টি তিনি অবগত নন। তবে খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান।

আলমডাঙ্গায় শীতকালীন সার, বীজ ও কৃষিযন্ত্র বিতরণ

আলমডাঙ্গায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে রবি ২০২১-২০২২ মৌসুমে গম, ভূট্টা, সরিষা, শীতকালীন পেঁয়াজ ও মসুর ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণের লক্ষ্যে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি পালন করা হয়।

এছাড়াও “সমন্ধিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ” প্রকল্পের আওতায় চলতি আমন মৌসুমে উন্নয়ন সহায়তার আওতায় কম্বাইন হারভেস্টার, রিপার ও মেইজ শেলার যন্ত্র বিতরণ কাজের উদ্বোধন করে

এমপি-ছেলুন জোয়াদ্দার। গতকাল রবিবার সকাল ১১ টার দিকে আলমডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অফিস প্রাঙ্গণে এ প্রণোদনা ও যান্ত্রিকীকরণ সামগ্রী বিতরণ করেন।

অনুষ্ঠানে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নূরের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা ১ আসনের এমপি সোলায়মান হক জোয়াদ্দার ছেলুন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমপি ছেলুন বলেন, বর্তমান দেশের মানুষ না খেয়ে থাকতে হয় না। সরকার করোনাকালীন সময়ে কৃষি খাতে প্রণোদনার মাধ্যমে কৃষি উন্নয়ে অগ্রগতি ভুমিকা পালন করেছে।

তিনি আরো বলেন, সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক মেগা প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের চিত্র পরিবর্তন করে দিয়েছে। পদ্ম সেতু ও কর্ণফুলী টানেল নির্মাণের মাধ্যমে দেশের সড়ক ও যোগাযোগব্যবস্থা উন্নতি করণের পথে।এছাড়াও কৃষি প্রণোদনা ও যান্ত্রিকীকরণ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হোসেন শহীদ সরোওয়ার্দী।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, জেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক লিটু বিশ্বাস, ভাইসচেয়ারম্যান সালমুন আহমেদ ডন, মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলি মাস্টার, আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা আব্দুল্লাহীল কাফি, মৎস্য কর্মকর্তা কামরুন্নাহার আখি, তথ্য আপা মহিলা কর্মকর্তা স্নিগ্ধা দাস, উপজেলা প্রকৌশলী আব্দুর রশিদ, কুমারি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবু সাইদ পিন্টু, নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কালাম হোসেন, উপজেলা আওয়ামীলীগের প্রচার সম্পাদক মাসুদ রানা তুহিন, পাইলট স্কুলের প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম, বেলগাছি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি সমীর কুমার দে প্রমূখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সোহেল রানা

চুয়াডাঙ্গায় ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান আদিয়ান মার্টের সিইও সহ গ্রেফতার -৪

চুয়াডাঙ্গায় সদর আলোচিত ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান আদিয়ান মার্টের প্রধান কার্যালয় চুয়াডাঙ্গার মোমিনপুরে অভিযান চালিয়েছে র্যাব। এসময় কোম্পানীর সিইও জুবায়েরসহ ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

শনিবার সকাল সাড়ে এগারোটার সময় ঝিনাইদহ র্যাব-৬ এর কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে র্যাব এ তথ্য জানায়। গ্রেফতারকৃতরা হলেন-আদিয়ান মার্টের সিইও জুবায়ের সিদ্দিকী, তার বাবা আবু বক্কর সিদ্দিকী, ভাই রতন সিদ্দিকী ও ম্যানেজার মিনারুল ইসলাম।

ঝিনাইদহ র্যাব-৬ এর কোম্পানী কমান্ডার মেজর শরিফুল আহসান জানান, শুক্রবার বিকেলে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার মোমিনপুর গ্রামে অবস্থিত ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান আদিয়ান মার্টে অভিযান চালানো হয়। প্রথমে আদিয়ান মার্টের প্রধান কার্যালয় ঘিরে রাখা হয়। পরে প্রতিষ্ঠানটির সিইও জুবায়েরকে খুলনা থেকে গ্রেফতার করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা থেকে গ্রেফতার করা হয় জুবায়েরের বাবা আবু বক্কর সিদ্দিকী, ভাই রতন সিদ্দিকী ও ম্যানেজার মিনারুল ইসলামকে। তিনি আরো জানান, নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা অভিযান পরিচালনা করেছি।

প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে গ্রাহকদের টাকা প্রতারণাসহ বেশ কয়েকটি মামলা রয়েছে। আমাদের কাছে তাদের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত প্রায় ৭ কোটি টাকা আত্নসাতের অভিযোগ রয়েছে।

জীবননগরে কমিউনিটি পুলিশিং ডে-পালিত

জীবননগরে কমিউনিটি পুলিশিং সমন্বয় কমিটি আয়োজনে “মুজিববর্ষে পুলিশ নীতি,জনসেবা আর সম্প্রীতি” এই স্লোগানে পালিত হয়েছে কমিউনিটি পুলিশিং ডে-২০২১ এ উপলক্ষে শনিবার এক র্যালী অনুষ্ঠিত হয়।

র্যালীটি জীবননগর উপজেলা চত্বর থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা পরিষদের হলরুমে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জীবননগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান গোলাম মোর্তুজা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেনে জীবননগর উপজেলাপরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আবু মোঃ লতিফ অমল,পৌর মেয়র রফিকুল ইসলাম,পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি মুন্সী নাসির উদ্দিন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম ঈশা, ।

উল্লেখ, সরকারি এই কর্মসূচীতে সাংবাদিকসহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে দাওআত না দেওয়ায় ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এব্যাপারে জীবননগর সাংবাদিক সমিতির সভাপতি জাহিদ বাবু বলেন, শুধু এই অনুষ্ঠানই নয়,অন্যান্য ব্যপারেও সাংবাদিকদের তথ্য দিতে বর্তমান ওসি আব্দুল খালেক গড়িমসি করে আসছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঘটনার অনেক পরে থানার ফেসবুক আইডিতে তথ্য প্রদান করে থাকেন।

জীবননগরে সাংবাদিক মিঠুন

মাহমুদের জন্মদিন পালিত

জীবননগরে সাংবাদিক মিঠুন মাহমুদের ২৮তম জন্মদিন পালিত হয়েছে। শনিবার বিকাল সাড়ে ৪টার সময় সেচ্ছাসেবী সংগঠন ইয়ুথ এ্যাসেম্বলী ও সমৃদ্ধি যুব ফোরামের উদ্যোগে সেচ্ছাসেবী সংগঠন ইয়ুথ এ্যাসেম্বলী, জীবননগর বন্ধু ফাউন্ডেশন (জেবিএফ)এর জীবননগর উপজেলার সভাপতি, দৈনিক সময়ের সমীকরণ, দৈনিক আমার সংবাদ এবং মাই টিভির প্রতিনিধি মিঠুন মাহমুদের জন্মদিন পালন করা হয়।

এ সময় ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সমন্বয়কারী কামরুজ্জামান যুদ্ধ, লোকমোর্চার সমন্বয়কারী আব্দুল আরীম সজল, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের এস,ডি,ও সাজ্জাদ হোসেন, পাপিয়া খাতুন, স্বপ্না খাতুন, প্রলয়, যুব ফোরামের জিল্লু, হাসান নিলয়, ইয়ুথ এ্যাসেম্বলীর তুহিনুজ্জামান, ঐশ্বয সাহা, জীবননগর বন্ধু ফাউন্ডেশনের মফিজুল ইসলাম, সাদিয়া ইসলাম মাহিসহ কেডিকে ইউনিয়ন, সীমান্ত ইউনিয়ন, মনোহরপুর ইউনিয়ন ও উথলী ইউনিয়নের বিভিন্ন সেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

জীবননগর হাইস্কুলে অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

জীবননগর থানা পাইলট বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সকাল ১০টার সময় জীবননগর থানা পাইলট বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আয়োজনে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর থানা পাইলট বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক আবু ছালেহ মোহাম্মদ মুসার সভাপতিত্বে অভিভাবক সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, স্কুল কমিটির সভাপতি শাহ আলম শরিফুল ইসলাম ছোট বাবু।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্কুলের শিক্ষক আব্দুস সামাদ,মতিয়ার রহমানসহ বিদ্যালয়ের, সহকারি শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকগন উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় কমিউনিটি পুলিশিং ডে উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

“মুজিব বর্ষে পুলিশ নীতি” জনসেবা আরও সম্প্রীতি- এই স্লোগান কে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা বিভিন্ন আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালিত হলো চুয়াডাঙ্গায় কমিউনিটি পুলিশিং-ডে।

শনিবার সকাল সাড়ে দশটার সময় এ উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য র্যালি থানা চত্বর থেকে বের করা হয়। র্যালিটি চুয়াডাঙ্গা বড় বাজার হাসান চত্বর থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ শেষে কালেক্টর স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) আবু তারেক এর স্বাগত বক্তব্যে দেন।

কমিউনিটি পুলিশং ডে অনুষ্ঠানে চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মুন্সি আবু সাইফের প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় এবং চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার ও প্রধান উপদেষ্টা কমিউনিটি পুলিশিং সমন্বয় কমিটি মোঃ জাহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা চুয়াডাঙ্গা ১ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন। এসময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন,এক সময় মানুষের ধারনা ছিল থানা পুলিশের কাছে আসা সম্ভব নয়, আজ সেই ধারণা পাল্টে গেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কমিউনিটি পুলিশিংয়ের স্বীকৃতি দিয়ে সাধারণ মানুষের সাথে পুলিশের দূরত্ব কমিয়ে দিয়ে বন্ধুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছেন। পুলিশের সাথে জনগণের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় উদ্যোগ।পুলিশ এখন জনগণের বন্ধু হিসেবে কাজ করে। দেশের মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে দেশের সকল

প্রেক্ষাপটের পুলিশের ভূমিকা অনস্বীকার্য।করোনাকালীন সময়ে প্রথম সারির সম্যক যোদ্ধা হিসেবে কাজ করেছে এই পুলিশ সদস্যরা।

অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সংসদ সদস্য হাজি আলী আজগার টগর, এ সময় তিনি বলেন, পুলিশ জনগণের শান্তি-শৃঙ্খলা মাদক বাল্যবিবাহ ইভটিজিং জঙ্গি সন্ত্রাসী দমনসহ সমাজের সকল প্রকার অন্যায় এবং অবিচারের বিরুদ্ধে কঠোর ভাবে অবস্থান করছে বাংলাদেশ পুলিশ। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণে পুলিশ সদস্যরা বিশেষভাবে ভূমিকা পালন করছে।

অনুষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(সার্বিক) সাজিয়া আফরিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা কমিউনিটি পুলিশিং সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক ও চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর কামরুজ্জামান, সদস্য সচিব মোঃ মনিরুজ্জামান, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার
(সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ মহসীন- পিপিএম(বার), সেভেন ওয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান আব্দুল লতিফ খান যুবরাজ, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমগীর হান্নান চুয়াডাঙ্গা কমিউনিটি পুলিশিং সমন্বয় কমিটির নেতৃবৃন্দ, চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের অফিসার বৃন্দ ও ও বিভিন্ন স্থান থেকে আগত সাধারণ জনগণবৃন্দ।

স্ত্রীর সাথে কথা-কাটাকাটি, বৃদ্ধা মায়ের মাথা ফাটলেন ছেলে

আলমডাঙ্গা উপজেলায় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে জাহানারা বেগম (৬৫) নামে এক বৃদ্ধাকে বাশ দিয়ে মাথা ফাটিয়েছে তারই বড় ছেলে আব্বাস (৪৫)।

শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলায় ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়নের খোরদ গ্রামে এঘটনা ঘটে।

আহত বৃদ্ধা জাহানারা বেগম ওই গ্রামের ঈদগাপাড়ার মৃত রবগুলের স্ত্রী। জাহানারা খাতুনের প্রথম ও দ্বিতীয়পক্ষের মোট ৯ টি সন্তান। একমাত্র মেয়ে ছাড়া কোন সন্তানই ভরপোষন দেন না বলেও অভিযোগ।

জাহানারা বেগমের দেবর আব্দুল মালেক বলেন, জাহানারা বেগমের সাথে পারিবারিক ছোটখাটো বিষয় নিয়ে মাঝেমধ্যেই ঝগড়া করে বড় ছেলে আব্বাদের স্ত্রী রেখার খাতুন। শুক্রবার সকালে জমিজমা সংক্রান্ত ও সাংসারিক বিষয়ে কথা-কাটাকাটি হয় রেখার সাথে। নিজের স্ত্রীর সাথে কথা-কাটাকাটি দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়ে আব্বাস। পরে বাশ দিয়ে বৃদ্ধা মায়ের মাথায় আঘাত করলে মাটিতে লুটিয়ে যান তিনি। পরে স্থানীয়রা বৃদ্ধা জাহানারা বেগমকে দ্রুত উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন।

স্থানীয় ইউপি সদস্য গিয়াস উদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, জাহানারা বেগমের প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষের ৯ সন্তান। তার মধ্যে একমাত্র একটা মেয়ে তার কিছুটা দেখাশোনা করে। শুক্রবার সকালে সাংসারিক বিষয়ে আব্বাসের স্ত্রীর সাথে কথা-কাটাকাটি হয় বৃদ্ধা জাহানারা বেগমের। এতে আব্বাস তার বৃদ্ধা মাকে বাশ দিয়ে মাথায় আঘাত করে। এতেই তার মাথা ফেটে যায়। এটা আসলেই ন্যাক্কারজনক ঘটনা। ওই আব্বাস দূষ্টু প্রকৃতির। এঘটনার পর আব্বাস পলাতক আছে। তিনি আরও বলেন, ওই বৃদ্ধাকে বিধবা ভাতার আওতাভুক্ত করা হয়েছে। আব্বাসকে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া উচিত।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. সাকিল আর সালান বলেন, ওই বৃদ্ধার মাথায় গভীরভাবে ক্ষত হয়েছে। সেখানে ৪ টি সেলাই দেয়া হয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ভর্তি করে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের পরিদর্শক (তদন্ত) তুহিন উজ্জামান বলেন, আমরা এ বিষয়ে এখনো কিছু শুনিনি। অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।